International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 29-33
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মঙ্গলকাব্য, মিথ ও মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক গতিপ্রকৃতি

প্রিয়ম কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যানী মহাবিদ্যালয়, কল্যানী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Since the economic history of medieval Bengal cannot be brought to light through the study of traditional sources, there is, of course, such an underlying current of which we may be aware through the structural analysis of Mongal poetries in spite of the cloudy objective due to the religious fragrance. The works of Auguste Comte and Levi Strauss are important to analyse the social formation. Despite Cmote's scientific veneration for humanity or society as a whole, he was very much concerned with the smaller, component system and structures which form the larger entity. He writes "no social fact can have any scientific meaning till it is connected with some other social fact…" It may be possible that the creators Mongal poetries used myth to express the feelings of society. Their feelings and for this they try to place some explanations for phenomena which they cannot otherwise understand, while the purpose of mythology is to provide an outlet of suppressed feeling. Structural analysis can be applied to Levi Strauss' the concept of interrelationship between the levels. However, if we study the Manashamongal, Chandimongal or Shivayan, we shall notice the changing economic condition of eastern India through the middle ages. The other incidents like the dialectics between the two communities, the establishment of an urban centre by Kalketu and his return to previous life later will be taken under sharp scrutiny. Therefore a sociological study is indispensable in this respect to reconstruct the socio-economic history of the concerned period.

Key word: Structuralism, Agrarian economy, Sea-trade, financing, Prostitution.

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপাদান এর অবদান অবশ্যই তার বিশ্লেষণের মতই সমগুরুত্বপূর্ণ-এই বিষয়টিতে সম্ভবত সকল গবেষক-ই সহমত পোষণ করবেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই যুক্তি সম গুরুত্বপূর্ণ হলেও,আক্ষেপের বিষয় এই যে তথাকথিত মধ্যযুগ অবধি সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রের ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অনুপস্থিতি সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।প্রাচীন ভারতের প্রসঙ্গটি যদি আমরা এক্ষেত্রে এড়িয়েও মধ্যযুগের, বিশেষত অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব হেতু পদক্ষেপ ব্যাহত হয়। উপরিউক্ত একপ্রকার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে পরিত্রাণেরর উপলক্ষে আমরা প্রায়শই অচিরাচরিত তথ্যের উৎসের প্রতি যে আগ্রহ পোষণ করি,তারই একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্য চর্চ্চার মধ্য দিয়ে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এবং মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্য ,বিশেষত 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'শিবায়নকাব্য' এই তথ্যানুসন্ধানের আধারস্বরূপ কতটা পরিবেশিত হতে পারে সে বিষয়ে এই প্রবন্ধ একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসের উপস্থাপনা মাএ। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তার উৎপত্তি স্থল ও কাল সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার অবকাশ আছে সমাজের স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চিহ্নতকরণের ক্ষেত্রে । এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, কোনো সমাজের অর্ন্তনিহিত সংগঠন যা কিনা সাহিত্যের মাধ্যমে মিথ অথবা প্রত্যক্ষ রূপে প্রকাশিত হওয়ায় বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্য চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত

হলেও, তাতে উল্লেখিত সংগঠনিক রূপরেখাটি বহু পূর্ব হতেই অন্তর্নিহিত ছিল। এই বিষয়টি যদি বাস্তবসম্মত হয় তা হলে মঙ্গলকাব্য তার সৃষ্টির পূর্ব হতে সামাজিক গতিশীলতাকে উন্মোচিত করতে সক্ষম হবে।

যদিও এই প্রবন্ধটি মঙ্গলকাব্যের সময়কাল অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের প্রশ্নগুলিকে যথাসাধ্য সমাধানের একটি প্রয়াস, তথাপি বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্নিহিত সংগঠনটি যা আপেক্ষাকৃত জটিলরুপে কাব্য উপস্থাপিত হয়েছে ,তার যথাযথ বিশ্লেষণও আব্যশক। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি অগ্রগামী তাহল 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্য' , এবং কিছুটা হলেও শিবায়নেও ,বাঙ্গালী সমাজের ধর্মীয় দিকটি যেভাবে প্রকটরূপে উপস্থাপিত হয়েছে দ্বন্দ্বগুলির মাধ্যমে ,তা আদৌ অর্থনৈতিক রূপরেখাটিকে কোনভাবে উপস্থিত করে কিনা ? যেহেতু সাহিত্য সমাজের সংস্কৃতিমনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেহেতু সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে টুকরো ঘটনাগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণ একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য।[i] যদিও দুর্খাইম সমাজের গতিপ্রকৃতিকে বোঝার জন্য Structural functionalism দারস্থ হয়েছেন ,আমরা কিন্তু মঙ্গলকাব্যের অন্তর্নিহিত মিথগুলিকে নির্ভেজাল সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যথাযথ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উন্মোচনের নিমিত্তে লেভিষ্ট্রাসের উপরেই নির্ভর করব । লেভিষ্ট্রাস তার 'order' অথবা 'order of orders'এর মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে অন্তঃসংযোগের ধারণাটি তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা কেবলমাত্র কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই প্রকট হয়।[ii] এৎদ্ব্যতীত, ভাষাতত্ত্ব যখন সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ স্থান আধিকার করে ,ষ্ট্রসের মতে ভাষা একটি 'totalizing entity' এবং ভাষার একটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থান কেবলমাত্র দুটি অন্তসংযুক্ত বিবেচনার মধ্যেমেই বিশ্লেষিত হতে পারে। প্রথমতঃ ভাষা মানব সমাজের সৃষ্টির মূখ্য manifestation এবং ভাষার অবস্থান "as a different *speifica* of man justify turning language into a model of structures prevalent in human existing."[iii] এবং দ্বিতীয়ত,ভাষা সচেতনতার মাত্রায় কার্যকারি নয় ,বরং তা অসচেতন অবস্থায় অধিক কার্যকারি এবং এর অবদান বংশপরম্পরায় অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ভাষা লেভিষ্ট্রসের মত অনুযায়ী একটি অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় এবং mythology যা মানব মনের একটি বহিঃপ্রকাশ , সেহেতু ভাষাত্তত্ব একটি mythology-এর মধ্য দিয়ে সেই বিধিকে বুঝতে সাহায্য করে যা সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটস্বরূপ মনের কার্যকারিতাকে উন্মোচিত করে।[iv]

যাইহোক, স্ট্রসের বক্তব্য অনুযায়ী মিথকে আমরা কতগুলি বিধিবদ্ধ এককে যথা mytheme-এ বিভক্ত করতে পারি এবং এক্ষেত্রে এইসকল mytheme গুলি কোন পদ্ধতিতে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় উদ্দেশ্য সংগঠিত হয়েছে তার প্রকৃত বিশ্লেষণই মিথ-এর দ্বারা বাহিত বক্তব্যটিকে আমাদের নিকট উন্মোচিত করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মিথ-এর অন্তর্নিহিত মানের সঙ্গে তার কার্যকারিতার উপরও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। মিথ মানব সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সংঘাতের থেকেই উৎপত্তি হয়। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের মিথটিকে সরল রৈখিক কাব্যের দ্বারা আদৃত করা অনুচিত হবে, যখন মিথ তার জনগণের প্রথা ও পরম্পরারসাথে অবিছেদ্দ্যভাবে সম্পর্কিত এবং কখনও বা বাস্তবতার থেকেও অধিক।[v]

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি, বিশেষত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন প্রকৃত অর্থে কোনো গীতিকাব্য নয় বরং এই কাব্যগুলিতে ধর্মীয় আচ্ছাদনের পিছনে একটি দ্বন্দ্বের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বগুলির কোনোটিতেই একতরফা বিজয়লাভের কোন ঈঙ্গিত নেই বরং তা একপ্রকার synthesis-এর মধ্য দিয়েই নিষ্পত্তির দিক এগিয়েছে। অতএব এই synthesis-এর উপস্থিতি মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যে দ্বন্দ্বের আভাষ দেয় এবং thesis এবং antithesis-এর উপস্থিতি কেও নির্দেশ করে, তার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতাকে সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিসরে প্রতিস্থাপন করতে না পারলে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে গতিশীলতার সঠিক মুল্যায়ন সম্ভব নয়।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত যথাক্রমে মনসা ও চণ্ডী তাদের স্বীকৃতির লক্ষ্য সওদাগের সম্প্রদায়ের সাথে ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন উপায়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই সকল দ্বন্দ্বে চাঁদসদাগর ও ধনপতিসওদাগরের অস্তিত্বের সংকটকালে তাদের আরাদ্ধ্য দেবতা নীরব থাকলেও তারা তাদের আরাদ্ধ্ দেবতাকে কখনো ত্যগ করেনি। এ ক্ষেত্রে মনসা ও চণ্ডী এবং তাদের উপাসকদের কাজকর্মে আনেকটাই আঞ্চলিকতার পরিসরে আবদ্ধ, যখন সওদাগর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা বা তার উপাসকগণের কার্যাবলি আন্তর্জাতিকতাকে নির্দেশ করে। সুতরাং উল্লেখিত দ্বন্দ্বটিকে মধ্যযুগের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করাই সমীচীন। সম্ভব আর্থিক গতিশীলতাকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা প্রারম্ভিক পর্যায়ে এক প্রকার দ্বন্দ্বের আকারেই প্রকট হয়। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মাতৃদেবীর উপাসকগণ যারা পেশাগতভাবে চাষাবাদ, শিকার প্রভৃতি গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত, তারা বণিকগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে, যদি

ও এই দ্বন্দ্ব সাময়িক কারণ অর্থনীতির এই দুটো কার্যক্রমই একে অন্যের পরিপূরক। কাব্যের অন্তিমপর্বে বাণিজ্য-অর্থনীতির পৃষ্ঠাপোষক সওদাগর সম্প্রদায়ের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতির ধারক ও রক্ষক মাতৃদেবীর স্বীকৃত প্রদান একপ্রকার সমন্বয়কে ইঙ্গিত করে, যা সম্ভব হয়েছিল কাব্যে বর্ণিত পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা। মঙ্গল কাব্যের এই সমন্বয়কে আন্টিমোনিআল ডায়্যাড-এর পরিপ্রক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দেব দেবির সংস্কৃতিগত বিরোধ; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য অর্থনীতি বনাম শিকার ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি; তৃতীয়তঃ বণিক শ্রেণির উৎকর্ষতা ও নারী সমাজের বাহুল্যহীনতা; মাতৃদেবীর অসহনীয় আচারণ এবং বণিক শ্রেণির আরাধ্য দেবতার উদাসীনতা, এবং আঞ্চলিকতা বনাম মাট্রোপলিটনিসম।[vi]

মঙ্গল কাব্যের কিছু ঘটনা superstructure বা conjuncture- এর পর্যায়ে বিরাজমান এবং তা কেবলমাত্র functionalism-এর দ্বারাই বিশ্লেষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কালকেতুর দ্বারা নগর নির্মাণ, যে নগরে মানুষ তার জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বসবাসের অধিকারী এবং ধনপতির বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা এবং কাব্যে নদ-নদীর উল্লেখ- এই সকলই নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং তার প্রাণভ্রমর বাণিজ্যের উপস্থিতিকেই নির্দেশ করে। পরবর্তী পর্যায়ে কালকেতুর শিকার জীবনে পূণঃ প্রত্যাবর্তন সম্ভবত পুঁজিবাদী সমাজের সেই দিকটিকেই ইঙ্গিত করে যেখানে শ্রেণিহীন সমাজ ব্যাবস্থা এক প্রকার অসম্ভব।[vii]

আমাদের এই অঙ্কিত সামাজিক গতিশীলতার স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গেলে বিশেষত খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে ভূমিদানকে কেন্দ্র করে কৃষির বিন্যাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক স্তরের উন্মেষের প্রক্রিয়াটির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ জরুরী। ভূমি দানের প্রক্রিয়াটির সাথে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠে, তেমনি পেশাগতভাবে কৃষি সমাজের অবস্থান দৃঢ়তর হয়। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ক্রমশ পূর্বাভিমুখী অঞ্চল সমূহে তৎকালীন রাজন্যবর্গের সমর্থনে যে ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান ঘটে তার ফলশ্রুতিতেই ভাগিরথী-হুগলী অঞ্চল সমূহে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।[viii] পরবত্তীকালে বখ্তিয়ার খিলজির আক্রমণ আর্থ-রাজনৈতিক কেন্দ্রটিকে আরও পূর্বে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করে এবং ইসলাম ও তার সঙ্গে সূফীদের আগমন কৃষি উৎপাদন ও বিস্তারের প্রক্রিয়াটিকে আর ও ত্বরান্বিত করে। মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর রাজ্য বনাঞ্চল উচ্ছেদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল এবং রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চাষাবাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষক সমাজকে ছয় বছরের জন্য কর প্রদান থেকে বিরত রেখেছিলন। শিবায়ন কাব্যে ইন্দ্রের দ্বারা শিবকে পাট্টা প্রদানের ন্যায়, কালকেতুও তার প্রজাদের পাট্টা প্রদান এর মাধ্যমে জমির উপর প্রজাদের অধিকারসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতদ্ব্যাতীত, উন্নততর কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃত্তিম জলসেচ ব্যাবস্থার প্রচলন এবং বীজ বপন যন্ত্রের ব্যাবহার সাবলীন উৎপাদন ব্যাবস্থাকেই স্বীকৃতি প্রদান করে[ix] এবং সেই সঙ্গে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে তা হল,এই সকল কর্মকাণ্ড উৎপাদন বৃদ্ধির সামাজিক প্রয়াসটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে কি না।

কৃষি ক্ষেত্রে এই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতভাবেই যে উদবৃত্তের জন্য দিয়েছিল তা বিদেশী ভ্রমণ কারীদের বৃত্তান্তেও স্পষ্ট। বাংলায় উৎপাদিত ধান মসোলিপ্তত্তনম ও কোরমন্ডীল উপকূলের অন্যান্য বন্দর অঞ্চলেও যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রপ্তানী করা হত তা বার্নিয়ের বৃত্তান্তে স্পষ্টরূপে উল্লোখিত হয়েছে। এছাড়া গোলকোন্ডায় বাংলা থেকে আনত ইক্ষু ও প্রচুর পরিমাণ গম উৎপাদনের উল্লেখ বার্নিয়ে করেছেন।[x] মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে উল্লখিত বজরা ও নদীপথের উল্লেখ উদ্ধৃত্তের বাণিজ্যকীকরনের আভাষ দেয় এবং সেই সঙ্গে কাব্যে সাগরদ্বীপ ও সিংহলের উল্লেখ অবশ্যই সমুদ্রবাণিজ্যকেও স্বীকৃত প্রদান করে। এবং এই উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যাবহারের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় কারিগরদের ব্রোঞ্জের জাহাজ নির্মানের উদ্যোগে এতটাই প্রশংশনীয় ছিল যে পশ্চিমী বণিকরাও এই জাহাজ ব্যবহারের জন্য আগ্রহী ছিলেন।[xi] তবে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরী জাহাজের উল্লখযোগ্য কার্যকারিতার কথাও ইবনবতুতা উল্লেখ করেছেন।[xii]

আকর্ষণীয় বিষয় এই যে নাবিকগণ সমুদ্রযাত্রাকে ফলপ্রসু করে তোলার জন্য জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞানঅর্জন[xiii] করে ছিলেন। মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত বাণিজ্যবায়ু এবং মেঘের বিবিধ চরিত্রগত বিভাগগুলি নাবিকদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রাকে যে সহজতর করে তুলেছিল, তা সন্দেহাতীত। এক্ষেত্রে সমুদ্রবাণিজ্যে প্রেরিত বিভিন্ন মূল্যবান পণ্য লুটের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিভিন্ন নদীপথ ও উপকূল অঞ্চলে জলদস্যুদের উপস্থিতি এবং তা প্রতিহত করার জন্য মুঘল সরকারের পদক্ষেপ বিশেষ ভাবে উল্লখযোগ্য। পরবর্তীকালে এই সমস্যা আরও প্রকট হলে, ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি জলসাম্রাজ্যের দেশীয় বণিকদের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে তৎপর হয়।

যাইহোক মধ্যকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্যবসা বানিজ্য যে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ আমরা চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সত্তদাগর ও সিংহলের রাজার মধ্যে পণ্যবিনিময়[xiv] এবং মনসামঙ্গলের দক্ষিণের রাজার প্রতি বনিক সম্প্রদায়ের সম্মান প্রদর্শনের প্রসঙ্গটির উল্লেখ করতে পারি। উভয় ক্ষেত্রে দেশীয় বণিকসম্প্রদায় এবং রাজ কর্তৃত্ত্বের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেমনটি বিভিন্ন ইউরোপিয় ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক নরপতিদের মধ্যে প্রকট হয়েছিলো।

বাণিজ্যিক অর্থনীতি চরিত্রগতভাবে জটিলতর। তুলনায় নির্ভেজাল কৃষি অর্থনীতির চরিত্রটি সহজবোধ্য। বাণিজ্য অর্থনীতির গতিশীলতা নির্ভর করে কতগুলি স্তম্ভের ফলপ্রসু সহযোগিতার উপর। এই সকল স্তম্ভগুলির অবশ্যই একটি হল বাণিজ্যিক মূলধন। মূলধন বিনিয়োগ যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটি অঙ্গ, মধ্যযুগের বাণিজ্য অর্থনীতির স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপট এর কার্যকারিতা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মঙ্গলকাব্যে 'কুবের' ও 'শেঠ'-দের দ্বারা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে ঋণদানের প্রক্রিয়া, এক শ্রেণির মহাজনগোষ্ঠীর উপস্থিতিকে ইঙ্গিত করে; এবং যা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণদানের পরিকাঠামোকে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়াও গণিকাবৃত্তি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অঙ্গ[xv] , এই মূল্যায়নটি যদি সঠিক হয়, তাহলে পদ্মপুরানে উল্লেখিত গণিকাবৃত্তি উপরিউক্ত সামাজিক পরিকাঠামোকেই স্বীকৃতি দেয়। যদিও এই গণিকাগণ রাজার অভিলাশ পূরণের জন্যই নিয়োজিত হতেন, তথাপি 'রাজকীয়' শব্দটি রাজ কর্তৃত্ত্ব ও তাঁর সহযোগি বণিকদের ইঙ্গিত করে।[xvi] তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় একপ্রকার অসম্ভব। বার্ণিয়ের বক্তব্যও তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[xvii]

অপরদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে পর্তূগীজ বণিকদের ভারতমহাসাগর ও আরবসাগর উপস্থিতি বিলাসবহূল পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিসবহূল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ইউরোপের সঙ্গেই ভারতের বাজারেও পরিলক্ষিত হয়। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই সকল পণ্যের সিংহভাগই সরবরাহ হত পূর্বাঞ্চলীয় বাজারগুলি থেকে এবং যার মধ্যে বাংলার স্থান ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে পর্তূগীজদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই প্রধানত মুসলমান বণিকদের সহায়তায় এই বাণিজ্য পরিচালিত হত দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরগুলির মাধ্যমে। ইউরোপীয় বাজারগুলিতে এইসকল বিলাসবহূল দ্রব্যের চিরন্তন চাহিদা সম্ভবত মধ্যকালীন ভারতেও পণ্যের মূল্যকে উর্দ্ধগামী করে তুলেছিল, কিন্তু ইউরোপীয় বাজারে বিশেষ চাহিদার কারনে প্রতিনিয়ত পণ্য সরবরাহ সত্ত্বেও যখন তা দেশীয় বাজারে সহজলভ্য হয়, যেমনটি ইবনবতুতা থেকে গুলবদন বেগম[xviii] সকলের বৃত্তান্তে উল্লেখিত হয়েছে, তখন মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টিকে কেবলমাত্র চরম গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই খণ্ডন করা সম্ভব।

যদিও মঙ্গলকাব্যের শ্রষ্ঠাগণ কেউই প্রত্যক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্যে ব্যপৃত হননি, তথাপি কাব্যের শ্রষ্ঠাগণ অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে যে সাবলীল বৈদেশিক বাণিজ্যের আভাষ দেয়, তা কেবলমাএ কাব্যে ব্যবহৃত mytheme- গুলির গ্রহণযোগ্য সংযুক্তির ফলেই সম্ভব হয়।

---

[i] বটমোর, টি. বি., ও নিসবেট, আর. এ., (১৯৭৮), এ হিস্ট্রি অফ সোসিওলজিক্যাল আনালিসিস, নিউইয়র্ক: বেসিক বুকস্, পৃ.৫৬০। তাঁরা এই তত্ত্বের জন্য অগষ্ট কোঁতার সিস্টেম অফ পসিটিভ পলিটি-এর সাহায্য নিয়েছেন।

[ii] রটেইষ্ট্রইক নাথান, (মার্চ, ১৯৭২), অন লেভি ষ্ট্রস কনসেপ্ট অব স্ট্রাকচার, দ্য জার্নাল অব ফিলসফ্যি এডুকেশন সোস্যাইটি, খন্ড ২৫, নং ৩, ৪৮৯।

[iii] তদেব, পৃ ৪৯৪।

[iv] রিৎজার, জি. (২০০৫), এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোস্যল হিষ্ট্রী, থাউসেন্ড ওকস্, সি এ: সেইজ পাব্লিকেশন, খন্ড ১, ৪৪৫।

[v] ডানিনো, মিসেল, (২০১০), দ্য লষ্ট রিভার অন দ্য ট্রাইল অফ দ্য সরস্বতী, নিউ দিল্লী: পেঙ্গুইন বুকস্ পৃ. ১-২।

[vi] রায় চৌধুরী, তাপস কুমার, (২০০১), মঙ্গলকাব্য-এ মিথ্: সাহিত্য বঙ্গসমাজের অন্তর্নিহিত রুপরেখা, নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি রিভিউ (হিউম্যনিটিস ও সোস্যাল সাইন্স রিভিউ), পৃ. ২৫৬-৫৭।

[vii] রায় চৌধুরী, (২০০১), পৃ. ৬৯।

[viii] ইটন, রিচার্ড এম।(২০০৬) দ্য রাইস অফ ইসলাম অ্যান্ড বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ১২০৪-১৭৬০। নিউ দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ১৮।

[ix] সেন এস. এন. ও সুব্বারায়াপ্পা, বি. ভি. (২০০০) (সম্পা), এ কনসাইস হিষ্ট্র অফ সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া। হাদ্রাবাদঃ ইউনিভার্সিটিস প্রেস, পৃ. ৪৭৯-৮৮।

[x] ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে (২০০৮), ট্রাভেলস্ ইন মুঘল এম্পোয়ার, (পুনঃমুদ্রন, ১৯৩৪) ভাষান্তর, অরভিং ব্রক, নিউ দিল্লী: এল পি পি, পৃ. ৪৫৭-৫৮।

[xi] হল, কেনেথ আর. (জানুয়ারী, ১৯৭৮), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যন্ড ফরেন ডিপ্লোমেসি ইন আরলি মিডিয়াভাল সাউথ ইন্ডিয়া, জার্নাল অব দ্য ইকোনমিক অ্যন্ড সোস্যল হিষ্ট্রী অব দ্য ওরিয়েন্ট, খন্ড ২১, নং **১,** ৯২।

[xii] ইবন্বতুতা, ট্রাভেলস্ ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা, (পুনঃমুদ্রন২০০১, ১৯২৯) ভাষান্তর, এইচ এ আর গিব্, নিউ দিল্লী: মনোহর, পৃ. ২৬৭।

[xiii] বিজয় গুপ্ত(২০০৮), পদ্মপুরান (সম্পা), কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ, কলকাতা, বেনীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী, পৃ. ১৩৬-৪১।

[xiv] চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম (১৯৭৫), চন্ডীমঙল (সম্পা), সুকুমার সেন, (পুনঃমুদ্রন২০০৭), সপ্তম দিবস, নিশাজাগরণ পর্ব, কলকাতাঃ সাহিত্য আকাদেমী,পৃ. ২৫৩।

[xv] ব্যনার্জী, সুমন্ত (নভেম্বর, ১৯৯২), দ্য বেশ্যা অ্যন্ড দ্য বাবু: প্রশটিটিউট অ্যন্ড হার ক্লায়েন্ট ইন নাইনটিইয়েথ সেনচুরি বেঙ্গল, ইকোনমিক অ্যন্ড পলিটিক্যল উইকলি, খন্ড ২৮, নং ৪৫,২৪৬১।

[xvi] বিজয় গুপ্ত, (২০০৮), পৃ ৮০-৮২।

[xvii] ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে, (২০০৮), পৃ ৪৪৯।

[xviii] গুলবদন বেগম, (১৯০২), হুমায়ুননামা, (পুনঃমুদ্রন২০০৬), ভাষান্তর, এ বেভারিজ, নিউ দিল্লী: এল পি পি, পৃ ১৫৭।